بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত হযরত সা'দ বিন মুআয রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ০৩ জুলাই ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবা থেকে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ চলছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) সূরা রা'দ-এর ১২নম্বর আয়াত

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ یَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ

অর্থাৎ তাঁর জন্য তার অগ্রে এবং পশ্চাতে বিচরণকারী নিরাপত্তা-প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে।

পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলেন, মহানবী (সাঃ)এর নবুয়্যতের পুরো যুগ এই নিরাপত্তার প্রমাণ বহন করে, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্তা'লা দিয়েছিলেন। অতএব মক্কা মুয়ায্যামায় তাঁর (সাঃ) সুরক্ষা ফিরিশতারাই করত। নতুবা এত বেশি শত্রু পরিবেষ্টিত জায়গায় অবস্থান করার পরও তাঁর প্রাণ কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। হ্যাঁ, মদিনায় আগমনের পর উভয় প্রকার নিরাপত্তা তিনি লাভ করেন, অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকের ফিরিশতাদের নিরাপত্তা আর জাগতিক ফিরিশতা অর্থাৎ সাহাবীদের নিরাপত্তা। বদরের যুদ্ধ এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা বিধানের একটি অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মহানবী (সাঃ) যখন মদিনায় গমন করেছিলেন তখন তিনি (সাঃ) মদিনাবাসীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি যদি মদিনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করেন তাহলে মদিনাবাসীরা তাঁর সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকবে না। বদরের যুদ্ধে তিনি আনসার এবং মুহাজেরদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করেন। মুহাজেররা বারংবার সামনে এগিয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাদের কথা শুনে পুনরায় বললেন, হে লোক সকল! পরামর্শ দাও। এতে একজন আনসারী সা'দ বিন মুআয বলেন, হুযূর কি আমাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছেন? মহানবী (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ। তিনি (রাঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে আমরা আপনার সাথে চুক্তি করেছিলাম যে, যদি বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকব না। কিন্তু সেটি ভিন্ন যুগ ছিল। এখন আমরা যেহেতু নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি খোদাতা'লার সত্য রসূল, তাই এখন আর এই পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আমাদের আদেশ দেন তাহলে আমরা আমাদের ঘোড়া

নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা মূসা (আঃ)এর অনুসারীদের মতো একথা বলব না যে, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। আর আমাদের লাশ পদদলিত না করা পর্যন্ত শত্রুরা কিছুতেই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তিনি (রাঃ) বলেন, এই নিষ্ঠাবানরাও আমার মতে সেসব নিরাপত্তাপ্রহরীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহতা'লা মহানবী (সাঃ)এর নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন।

একজন সাহাবী বলেন, আমি মহানবী (সাঃ) এর সাথে ১৩টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে বহুবার এই বাসনার উদয় হয়েছে যে, আমি যদি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের পরিবর্তে সেই বাক্য উচ্চারণ করার সৌভাগ্য পেতাম যা সা'দ বিন মুআয-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) উহুদের যুদ্ধের কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন–মহানবী (সাঃ) আসরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)এর বড় একটি দল সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন। অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতারা অর্থাৎ সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এবং সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) তাঁর (সাঃ) বাহনের সামনে ধীর গতিতে দৌড়াচ্ছিলেন আর বাকি সাহাবীগণ তাঁর (সাঃ) ডানে, বামে ও পিছনে হাঁটছিলেন। উহুদের যুদ্ধ শেষে মহানবী (সাঃ) যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ ঘোড়া থেকে নামেন, তখন তিনি (সাঃ) হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদার (রাঃ) সহায়তায় নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সাঃ)এর প্রতি হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এর মায়ের কীরূপ অনুরাগ বা ভালোবাসা ছিল–তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

উহুদের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর বাহনের লাগাম ধরে গর্বের সাথে হাঁটছিলেন। উক্ত যুদ্ধে তার (রাঃ) ভাইও শহীদ হয়েছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর মায়ের বয়স তখন প্রায় আশি-বিরাশি বছর ছিল। দৃষ্টিশক্তি ছিল না বললেই চলে, খুবই ক্ষীণ দেখতে পেতেন। রোদ-ছায়ার পার্থক্য বুঝতেও অনেক কষ্ট হতো। মদিনায় এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মহানবী (সাঃ)কে শহীদ করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে সেই বৃদ্ধা মহিলা নড়বড়ে পায়ে মদিনার বাইরে বের হচ্ছিলেন। সা'দ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। মহানবী (সাঃ) সেই বৃদ্ধার কাছে এলে বৃদ্ধা নিজ সন্তানদের বিষয়ে কোন সংবাদ জানতে চান নি। যা জানতে চেয়েছেন তা হলো, মহানবী (সাঃ) কোথায়? হযরত সা'দ উত্তর দেন যে, আপনার সামনেই আছেন। বৃদ্ধা উপরের দিকে তাকান এবং তার ক্ষীণ দৃষ্টিতে মহানবী (সাঃ)-এর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মহানবী (সাঃ) বলেন, বিবি! আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার যুবক ছেলে এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছে। বৃদ্ধ বয়সে কেউ এমন খবর শুনলে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়, কিন্তু সেই বৃদ্ধা কতটা অনুরাগ মিশ্রিত উত্তর দেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি এ কেমন কথা বলছেন? আমি তো আপনার সুরক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা করছিলাম! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এই ঘটনা বর্ণনা শেষে তবলীগের দায়িত্বের প্রতি আহমদী মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, এরাই সেই সকল মহিলা–যারা ইসলাম প্রচার এবং তবলীগের ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন এবং এরাই সেসব মহিলা–যাদের কুরবানীতে ইসলামী বিশ্ব গর্ববোধ করে। বর্তমান যুগে তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর মান্যকারী মহিলা যারা রয়েছ, তোমরাও এই দাবি করে থাক যে, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর প্রতি ঈমান এনেছ। আর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) হলেন মহানবী (সাঃ)এর আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরাও মহিলা সাহাবীদের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি সাব্যস্ত হও। কিন্তু তোমরা সঠিকভাবে বল যে, তোমাদের মাঝে ধর্মের প্রতি সেই গভীর অনুরাগ আছে কি যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল?

তোমাদের মাঝে সেই নূর বা জ্যোতি বিদ্যমান আছে কি যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল? তোমাদের সন্তানরা কি সেরূপ পুণ্যবান যেমনটা মহিলা সাহাবীদের (সন্তানরা) ছিল? যদি তোমরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে দেখ, তাহলে তোমরা নিজেদেরকে মহিলা সাহাবীদের তুলনায় অনেক পিছনে দেখতে পাবে। মহিলা সাহাবীরা যেসব কুরবানী বা আত্মত্যাগ করেছেন, আজ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে তার তুলনা পাওয়া যায় না। নিজেদের জীবন বাজি রেখে তারা যে কুরবানী দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌তা'লার এতই পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা অতি দ্রুত তাদেরকে সফলতা দান করেছেন আর অপরাপর জাতিসমূহ যে কাজ শত শত বছরেও করতে পারে নি, পুরুষ এবং মহিলা সাহাবীগণ সেসব কাজ গুটিকতক বছরেই করে দেখিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখানে যেহেতু তিনি আহমদী মহিলাদের সম্বোধন করে কথা বলছিলেন, তাই তাদের উল্লেখ রয়েছে, অন্যথায় অগণিত ক্ষেত্রে সর্বদা খলীফাগণ বলে এসেছেন, আমিও বহুবার বলে এসেছি যে, আমাদের (আহমদী) পুরুষদেরও সেসব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে হবে, তবেই আমরা যে দাবি করি এবং যেই দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছি যে, সারা পৃথিবীতে ইসলামের বাণী পৌঁছাব এবং বিশ্ববাসীকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসব–তার ওপর আমল করতে পারব। আর সাহাবীরা আমাদের সামনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কর্ম যদি তদনুযায়ী হয় কেবল তবেই তা সম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ইহুদি গোত্র বনু নযীর প্রতারণার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)এর ওপর পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্‌তা'লা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)কে (এই ষড়যন্ত্রের) সংবাদ অবহিত করেন। মহানবী (সাঃ) সেই গোত্রকে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। এর ফলে অবশেষে এই গোত্র মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়। বনু নযীরের যুদ্ধের গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের ডেকে আনেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার প্রাপ্য প্রসংশা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর মুহাজেরদের ওপর আনসারদের অনুগ্রহের উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন যে, তোমরা সম্মত থাকলে আমি বনু নযীর থেকে অর্জিত গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাদের ও মুহাজেরদের মাঝে ভাগ করে দিব আর মুহাজেররা পূর্বের মতোই তোমাদের বাড়িঘরে বসবাস করবে। আর দ্বিতীয়ত উপায় হলো, তোমরা সম্মত থাকলে এই সম্পদ আমি মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব। আমি আনসারদের কিছুই না দিয়ে প্রাপ্ত সম্পদের সবটুকুই মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব। তাহলে তারা তোমাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। একথা শুনে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) পরস্পর পরামর্শ করার পর দুজনে মিলে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! এই সম্পদ আপনি মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিন এবং তারা আরো বলেন, কিন্তু তারা যথারীতি আমাদের ঘরেই বসবাস করবে এবং যেভাবে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত আছে, তা সেভাবেই অটুট থাকবে। একথা শুনে মহানবী (সাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি আনসারদের প্রতি দয়া কর এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি অনুগ্রহ কর। অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। মহানবী (সাঃ) হযরদ সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)কে আবু হুকায়েক ইহুদির তরবারি দান করেন। ইহুদিদের মাঝে এই তরবারিটির খুব প্রসিদ্ধি ছিল।

যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)এর প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় তখন মহানবী (সাঃ)কে অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর মুনাফিকদের এই নোংরা আচরণের কথা মহানবী (সাঃ) সেযুগেই কিছু দিন পর এক উপলক্ষ্যে সাহাবীদের সামনে উত্থাপন করেন। তখনও হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এক নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ সেবক হওয়ার প্রমাণ রাখেন। মহানবী (সাঃ) একদিন সাহাবীদের একত্রিত করে বলেন,

এমন কেউ কি আছে যে আমাকে সেই ব্যক্তি হতে রক্ষা করবে যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ), যিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, দাঁড়িয়ে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ)! সেই ব্যক্তি যদি আমাদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত আছি। আর সে যদি খাজরায গোত্রেরও হয় তবুও আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত রয়েছি।

খন্দকের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসওয়াদকে সবুজ বাগানের প্রলোভন দেখিয়ে এবং মুসলমানদের ধ্বংসের নিশ্চয়তা দেয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন না করতে এবং মক্কার কাফেরদের সাহায্যকারী হওয়ার ব্যাপারেও সম্মত করে নেয়। মহানবী (সাঃ) যখন বনু কুরায়যার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সাঃ) অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রাঃ) ও সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) এবং অন্যান্য কতিপয় সাহবীকে একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তারা যখন বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছেন এবং তাদের নেতা কা'ব বিন আসওয়াদ-এর কাছে যান তখন সেই দুর্ভাগা, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাদের মাঝের চুক্তিকে অস্বীকার করে। এ কথা শুনে সাহাবীদের এই প্রতিনিধি দল ফিরে আসে এবং সা'দ বিন মুআয (রাঃ) ও সা'দ বিন উবাদা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে মহানবী (সাঃ)কে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন।

খন্দকের যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে আসার পর মহানবী (সাঃ)কে আল্লাহ্‌তা'লা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের কথা বলেন। এ যুদ্ধের বর্ণনা কিছুটা দীর্ঘ, যেখানে পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে হযরত সা'দ বিন মুআয (রাঃ)এরও ভূমিকা রয়েছে। এখন সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা ভবিষ্যতে এর বিস্তারিত বিরবণ তুলে ধরব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
3 July 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org